দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 09 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম ... 8 ...

স্কুল কেবিনেট নির্বাচন

রুহুল আমিন রিয়াজী

'ফাঁসখেলা খেলতে গিয়ে শিশুর মৃত্যু'। মাঝে মাঝেই সংবাদপত্রের পাতায় চোখে পড়ে এমন সংবাদ। শিশুদের মতো সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খেলায় মেতে ওঠেন। তবে সে খেলায় তাদের মৃত্যু না হলেও জনগণের কিছু না কিছু ক্ষতি সাধিত হয় ঠিকই। গণতন্ত্র নিয়েও তাদের খেলার শেষ নেই। সেই গণতন্ত্রের নতুন ফাঁসখেলা এবার খেলতে শুরু করে দিয়েছে শিশুদের দিয়ে। সামাজিক দায়িত্ববোধ, নেতৃত্বসুলভ গুণাবলির বিকাশ, পরমসহিষ্ণুতা, গণতন্ত্র(!) চর্চার অভ্যাস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের নামে বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুল কেবিনেট 'নির্বাচন খেলা'র প্রচলন চালু করেছে সরকার। ২০১০ সালে ১০০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন খেলার টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। পরের বছর প্রায় ৬০০ বিদ্যালয়ে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রমান্বয়ে এ খেলাটি সকল বিদ্যালয়ে চালু করার ব্যাপারে সচেষ্ট বিজ্ঞ কর্তৃপক্ষ। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের যেমন সামাজিক দায়িত্ববোধ (!) সম্পন্ন ও পরমসহিষ্ণু (!) হতে দেখা যায়, শিশুদের মধ্যেও যদি এমন গুণাবলি প্রবেশ করে তবে তা আগামী প্রজন্মের জন্য এক অন্ধকার অধ্যায়ের সূচনা করবে। ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশুদের মিছিলে মিছিলে (নির্বাচন যখন হচ্ছে, মিছিল হতেও দেরি হবে না। কারণ, শিশুরা অনুকরণপ্রিয়) নতুন কোনো ফুলের (!) সঙ্গে তুলনা করার কোনো প্রয়োজন আছে কি না সচেতন মহল একবার ভেবে দেখবেন। হানাহানি-মারামারির ভয়ে যখন শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে দেওয়ার কথা ওঠে। তখন বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ নির্বাচনের বিষয়টিই বা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? গণতন্ত্র চর্চা করাতে গিয়ে যদি শিশুরাও আমাদের গণতান্ত্রিক (!) নেতাদের মতো পরস্পর প্রতিহিংসাপরায়ন ও বিদ্বেষমূলক রাজনীতির শিক্ষা পায়—তাহলে এ নির্বাচন হবে কলঙ্কের। গণতন্ত্র ও রাজনীতির গায়ে যে কলঙ্ক আর কলুষতা আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ লাগিয়েছেন। সেই জগতে কি শিশুদের না জড়ালেই নয়? যে খেলা খেলতে গিয়ে প্রতিহিংসার সৃষ্টি হয়, সে খেলা শিশুদের খেলতে দেবেন না। যে খেলা খেলতে গিয়ে ফাঁস লেগে শিক্ষার মৃত্যু হয়, সে খেলা শিশুদের শেখাবেন না। শিক্ষক এবং অভিভাবক মণ্ডলীকে বিষয়টি ভাববার জন্য অনুরোধ করছি। যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের লক্ষ্যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্বসুলভ গুণাবলির বিকাশের লক্ষ্যে এ নির্বাচন করতেই হয়—তাহলে তা করুন মেধার ভিত্তিতে। ছাত্রছাত্রীদের মেধা, ক্লাসে উপস্থিতির আধিক্য, আদর্শ ও নেতৃত্বের গুণাবলি দেখে তা মনোনয়নের দায়িত্ব শ্রেণিশিক্ষকের হাতেই ছেড়ে দিন। যেভাবে ক্যাপ্টেন মনোনয়ন করা হয়। আর মেধাবীদের নেতৃত্বেই আমরা পেতে পারি একটি মেধাবী জাতি। উপহার পেতে পারি মেধাবী তরুণ প্রজন্ম।

সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ